আল্লাহর কি কাজ?

সাঈদ কামরান মির্জা
নবেম্বর ২৬, ২০০৪

পরম দয়ালু আল্লাহপাক কি কাজ করেন? অথবা অন্য-সব সৃষ্টিকর্তা যেমন—ভগবান, খোদা, গড, জেহুবা এরা সবাই কি কাজ করে খান? অর্থাৎ আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি—এই পুজা-পাগল সৃষ্টিকর্তাগন এই নশ্বর পৃথিবীর সকল প্রাণীদের জন্য কি কি কাজ করে থাকেন কেউ কি আমাকে দয়া করে বলবেন?

সম্প্রতিকালে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা আমাকে ঠিক উপরের কথাগুলোই বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে ইরাকের মার্গারেট হাসানের নিষ্ঠুর মৃত্যু আমার মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে যে কথায় পরে আসছি। অবশ্য, এইরূপ ঘটনা এই অভাগা পৃথিবীতে অতীতেও ঘটেছে অসংখ্য, যার কোন লেখা জোকা নেই। আমি মাত্র কয়েকটি তুলে ধরছি পাঠকদের জন্য।

(১) এই ঘটনাটি ঘটেছিল তৎকালীন পাকিস্তান আমলে। বাংলাদেশের (তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তান) টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে এক মানব সন্তান যার নাম ছিল **আর, পি, সাহা**। সে ছিল একজন হিন্দু জমিদারের ছেলে, আর্থাৎ একজন কাফের। সে জমিদারী ছাড়াও নিজে অনেক ব্যবসা-বানিজ্য করে প্রচুর অর্থের মালীক বনেছিলেন। কিন্তূ তিনি সে অর্থ নিজে ভোগ না করে গরীব-দুঃস্থ মানূষের সেবায় খরচ করেছেন। মির্জাপুরে তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি মস্তবড় আধুনীক হসপিটাল যাহা ছিল তৎকালের সারা পুর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সবচেয়ে আধুনীক এবং উন্নত-মানের চিকিৎসার কেন্দ্রবিন্দু। সেই হসপিটালে বিদেশী বড় বড় specialists নিযুক্ত ছিল এবং অত্যান্ত জটিল রোগ যেমন—ক্যানসার, যক্ষা, ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগের চিকিৎসার একমাত্র জায়গা ছিল এই মির্জাপুর হসপিটাল। এই দানবীর আর, পি, সাহা মির্জাপুরে **ভারতেশ্বরী-হোম** নামে একটি অনাথ-আশ্রমও তৈরী করেছিলেন এতিম এবং বিধবাদের সেবা ও থাকার ব্যবস্থা ছিল সেখানে। অর্থাৎ এই জমিদার **আর পি সাহা** তার সারা জীবনের সম্পদ ব্যয় করেছিলেন মানুষের সেবায়। তার কাছে কে হিন্দু, কে মুসলিম বা কে বুদ্ধা কোন ব্যাপারই ছিল না; সে সবাইকেই মানুষ রূপে দেখেছে।

তার পুরুস্কার তিনি অবশ্যই পেয়েছিলেন। ১৯৭১এর স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকেই পাকিস্তানী আল্লাহর মুসলিম সৈনিকগন তাকে বেয়ানট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। এমনকি তার একমাত্র যুবক ছেলে (যে নাকি ভিন্নমত সম্পাদক কুদ্দুস খানের ক্লাশ ফ্রেন্ড ছিল) কেও একই সঙ্গে পাকি সেনারা হত্যা করেছিল। তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল হিন্দুর ঘরে জন্ম নেওয়া।

(২) ৯/১১ এর নিষ্ঠুর ঘটনাই ধরা যাক। ৪/৫ জন অসভ্য ফ্যানাটিক আরব টেররিষ্ট দুইটি সিবিলিয়ান যাত্রিবাহী পেশেঞ্জার প্লেন হাইজেক করে ধাবিত হয়েছিল নিউ ইয়র্কের পৃথিবী বিখ্যাত **Sky Scrapers WTC** এর দিকে। প্লেন দুটিতে ছিল প্রায় দুইশত নির্দোষ সিবিলিয়ান (শিশু, নারী, যুবা এবং বৃদ্ধ)। ঔদিকে টেররিষ্টদের টারগেট **WTC** তে ছিল প্রায় ১০ হাজার নির্দোষ চাকুরে জীবি, ব্যবসায়ী কাজ পাগলা মানুষ যারা তাদের যার যার প্রিয়জনের কাছ থেকে সাত সকালে বিদায় নিয়ে নিজ কাজে এসেছে। দিনের কাজ কেবল শুরু হয়েছে সেই দুটি জগৎ বিখ্যাত **WTC** এর শত শত রোম ঘুলোতে। আর সেই দূটি হাইজেক করা প্লেন তীরের বেগে ধাবিত হচ্ছে সেই দুটো বিলডিং এর দিকে। ইসলামীক জেহাদী টেররিষ্টদের লক্ষ্য তারা এই প্লেন দু'টিকে **Missile** রূপে ব্যবহার করে সেই বিলডিং দুটোতে সজোড়ে **Crush** করবে। প্লেনের শত শত পেশেঞ্জার এবং বিলডিং গুলোতে হাজার হাজার নির্দোষ মানুষের জীবনের কোন মুল্য নেই ইসলামী জেহাদীদের কাছে। কারণ তারা পবিত্র কোরানের সুধা পান করে কাফের হত্যা করে বেদুইন আল্লাহর নির্মিত বেহেশ্‌তে যাওয়ার চিন্তায় বিভোর। নিমিষে শেষ হয়ে গেল কয়েক হাজার মানব সন্তানের জীবন প্রদীপ এবং আমেরিকার গর্ব বিশ্বের সেরা দু'টি টাওয়ার।

কিন্তূ প্রশ্ন হল—ঠিক সেই মুহুর্তে এই পৃথিবীর তথাকথিত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কি করছিলেন? অথবা তার **Role** কি ছিল? তিনি কি সুধু আরশে বসে তামাশা দেখছিলেন?

৯/১১ পরবর্তী উত্তাল দিন গুলিতে **CNN** এ লেরী কিং তার শোঁতে জড়ো করেছিলেন কয়েকজন মোল্লা (খৃষ্টান মোল্লা, জুইস রাবাই, মুসলিম মোল্লা এবং হিন্দু ঠাকুর) । খৃষ্টান মোল্লাটি ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত খৃষ্টধর্মের পন্ডিত **Billy Graham** যে আমেরিকার সমাজের অনেক পাপের কথা বলছিলেন সেদিন। অন্যান্য সকল মোল্লারাও তাদের নিজ নিজ মতে এই পৃথিবীর মানুষের পাপ-পুন্যের ফিরিস্তিই দিচ্ছিলেন। সব শেষে লেরী কিং একটি শক্ত প্রশ্ন ছুরে দিলেন তাদের সকলের প্রতি—**''যখন টেররিষ্টগন তাদের প্লেন নিয়ে সেই দু'টি বিলডিং এর দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তখন আল্লাহ/গড ঠিক কি করছিলেন? অর্থাৎ What was the role of God?''** সকল মোল্লারাই 'লা-জবাব'। কেবলই আম্‌তা আম্‌তা করছিলেন। কেবল **Billy Graham** সাহস করে বলেছিলেন—**''I really don't know"**।

৩। এবার বর্ণানা করছি আসল বা মুখ্য ঘটনাটি যাহা আমাকে এই লেখাটি শুরু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই সেদিন ইরাকের মাটিতে ঘটে গেছে একটি হৃদয়-বিদারক ঘটনা। অবশ্য যুদ্ধরত ইরাকে আজকাল আনেক জগন্য ঘটনাই ঘট্‌ছে। তবে আমি যে ঘটনার কথা লিখতে যাচ্ছি তা'অবশ্যই বেশ আলাদা এবং তার কোন ব্যাখ্যা আমাদের কাছে নেই। হাঁ, আমি সেই ভাগ্যাহত মার্গারেট

হাসানের কথাই বলছি। মিসেস মার্গারেট হাসান একজন পশ্চিমা কাফেরের মেয়ে এবং জন্মগতভাবে অমুসলিম হয়েও তার জীবন এবং যৌবনের ৩০টি বৎসর ইরাকের মাটিতে দুঃস্থ, রুগ্ন, এতীম বালক-বালিকা এবং অসংখ্য গরীব (Destitutes) মানুষের সেবায় কাটিয়েছেন। পশ্চিমা আধুনীক জগতের আরাম-আয়েস ত্যাগ করে মধ্যপ্রাচ্যের একটি গরীব দেশের অভাবী, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সেবায় তার সারা জীবন উৎসর্গ করেছেন। অতি সাধারন হিসেবে মার্গারেট হাসান সর্বমোট ১৭ মিলিয়ন মানব-সন্তানের সেবা করেছেন দীর্ঘ তিরিশ বৎসর ধরে। তিনি ইরাকের মানুষকে ভাল বাসতে যেয়ে সে দেশের একজন পুরুষকেও ভাল বেসে বিয়ে করেছিলেন । তাকে ***মাদার তেঁরেসা অব ইরাক বলা যায়।***

তবে এই আত্মত্যাগ এবং সেবার পরম পুরুস্কার পেয়েছেন তিনি। সেই **Angelic lady মার্গারেট হাসান** কিছু অসভ্য-জংলী সন্ত্রাসীর হাতে অতি নিষ্ঠুর ভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। অর্থাৎ তাকে কুরবানীর গরুর মত জ্যান্ত-জবাই করা হয়েছে। প্রায় কয়েক সপ্তাহ ধরে এই মার্গারেট হাসান সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি, কাঁন্না-কাটি করেছেন; তার জীবন ভিক্ষা চেয়েছেন অনেক বার। কিন্তূ, তাতেও পরম-দয়ালু আল্লাহর অন্তর মোটেও কাঁপে নাই।

ত'হলে আল্লাহ কি মানুষের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন সেই আদিমকাল থেকেই?

Quran:2: 62-- Those who believe (in the Qur'an), and those who follow the Jewish (scriptures), and the Christians and the Sabians,- any who believe in Allah and the Last Day, and **work righteousness**, shall have their reward with their Lord; on them shall be no fear, nor shall they grieve.

Quran:5:69-- Those who believe (in the Qur'an), those who follow the Jewish (scriptures), and the Sabians and the Christians,- any who believe in Allah and the Last Day, and **work righteousness**,- on them shall be no fear, nor shall they grieve.

আল্লহ কি তা'হলে মিথ্যা কথা বলেন? মার্গারেট হাসান ইরাকে কোন খারাপ কাজ করছিলেন বলে শুনিনি? একটি দেশের ১৭ মিলিয়ন মানুষের অকৃত্তিম সেবা এবং ভালবাসা কি কোন **Righteous job** ছিল না? আসলেই কি এই আল্লাহ/ভগবান /গড/জেহুবা বলতে কেউ আছেন যিনি এই দুনিয়ার দেখাশুনা করেন বা করছেন? আমরাত প্রায়ই শুনে থাকি যে এই আল্লাহ/গড অনেক কথা বলেছেন এই পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে! এখন কেন আর কথা বলছেন না? কেন আল্লাহ অথবা গড ইরাকের ইসলামী জিহাদীদেরকে বলতে পারলেন না যে খবরদার—মার্গারেট হাসান কে মের না তোমরা, সে একজন ভাল মানুষ, কাফের নয়!

তা'হলে কি ভাবে, বা কেন এই আল্লাহ/গড দফায় দফায় সকল নবীদের (মুহাম্মাদ, মুসা, ইসা) সঙ্গে কথা বলেছেন অহরহ? দুই তিন হাজার বৎসর পুর্বেত এই আল্লাহ/গড আরবের অশিক্ষিত নবীদের সঙ্গে কথপ-কথন করেছেন মিনিটে মিনিটে, ঠিক বৃদ্ধ পিতা যেরূপ সর্বদা আদেশ-উপদেশ দিয়ে থাকেন তার যুবক ছেলেমেয়েদেরকে। কাকে ৬ বৎসর বয়সে বিয়ে করতে হবে, কখন পালক পুত্রের সুন্দূরী বৌকে বিয়ে করতে হবে, কোন দরজা দিয়ে নবীর ঘর থেকে বের হতে হবে, কাকে গলা কেটে হত্যা করতে হবে, কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে ইত্যাদি আদেশ-উপদেশ আহরহ দিয়েছেন বেধুইন আল্লাহ তায়ালা এবং গড বা জেহুবা। **সেই সকল পরম দয়াল গডের দল এখন গেল কোথায়? নাকি এসবই হল ঔসব ভন্ড আরবের নবীদের মিথ্যাচার?** আসলে কোন মানুষের সঙ্গেই কোন গড কথা বলেন নাই। হয়তো বা গড বলতে যাহা এতদিন মানুষ জেনে এসেছে তাহা একেবারেই ঢাহা মিথ্যা। গডের কোন অস্থিত্বই নেই। আল্লাহ/গড/জেহুবা/ ভগবান এসবই হল মানুষকে বোকা বানানোর ব্যবস্থা মাত্র! কি বলেন সম্মানিত পাঠকগন? নাকি শিশুদেরকে বুঝ দেবার জন্য বলবেন—''এসবই হচ্ছে আল্লাহর কুদরত''? অথবা, ''আল্লাহ তায়ালা মানুষের ইমান পরিক্ষা করছেন''?